গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.msw.gov.bd

নং-৪১.০০.০০০০.০১৬.০২১.১৮-১৩২২

তারিখঃ ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ১৮ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়: আসন্ন পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.)/২০১৮ (হিজরি ১৪৪০) উদযাপনের জন্য জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১২.১১.২০১৮ তারিখের নং-১৬.০০.০০০০.০০১.২৩.০০৪.১৭/১৭৬৮ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সভার নোটিস ও সভার কার্যপত্র এসাথে প্রেরণ করা হলো। উক্ত কার্যপত্রের ২নং ক্রমিক অনুযায়ী জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ৯নং ক্রমিক অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনী ও কর্মের উপর আলোচনা, বিশেষ করে ইসলামের শান্তি, প্রগতি, সৌহার্দ, সহিষ্ণুতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার, নারীর মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা সভা ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ১১নং ক্রমিক অনুযায়ী দেশের সকল শিশু পরিবার/বৃদ্ধ নিবাস কেন্দ্রে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: যথাবর্ণনা।

১৮/১১/২০১৮

মো: আবুল আমিন
উপসচিব (প্রশা:-১)
ফোন: ৯৫৪০৫৫০

বিতরণ:

০১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট, বাংলা মটর, ঢাকা।
০৪। নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
০৫। নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিল সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, মিরপুর, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে অনুলিপি:

০১। সচিবের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Letter file

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

বিষয়ঃ **পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ)/২০১৮ (হিজরি ১৪৪০) উদযাপনের জন্য জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে আগামী ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কর্মপত্র।**

১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরি (২১/১১/২০১৮ খ্রিঃ ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ) এ পবিত্র-ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচী প্রণয়ন এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

নং	কর্মসূচী	আলোচনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাণী প্রদান।	পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে প্রতি বছর মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে বাণী প্রদান করে থাকেন। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরেও পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয় (জন বিভাগ/ আপন বিভাগ) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২.	সরকারি, আধা-সরকারি ভবন, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ভবন ও সশস্ত্র বাহিনীর সকল স্থাপনা সমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।	এ দিন সকল সরকারি, আধা সরকারি স্বায়ত্ব শাসিত ভবন, বেসরকারি ভবন ও সশসত্র বাহিনীর সকল সদর দপ্তর/ ইউনিট/ঘাঁটি/ জাহাজ সমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।	সচিবালয়ের অভ্যন্তরে গণপূর্ত বিভাগ এবং সচিবালয়ের বাইরে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ দপ্তর/জেলা প্রশাসন/সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও স্ব-স্ব উদ্যোগে বেসরকারি ভবনের মালিকগণ।
৩.	(ক) জাতীয় পতাকা ও ''কালেমা তায়্যিবা'' লিখিত ব্যানার ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক আইল্যান্ড ও লাইট পোষ্টে প্রদর্শন।	(ক) প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপুর্ণ ট্রাফিক আইল্যান্ড, গুরুত্বপূর্ন স্থান ও রাস্তাসমুহে জাতীয় পতাকা, রঙিন পতাকা ও কলেমা তায়্যিবা লিখিত ব্যানার প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ। বনানীর ঢাকা গেট হতে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, কার্জন হল, আবদুল গণি রোড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ডিআইটি এভিনিউ, নর্থ-সাউথ রোড এবং বঙ্গভবন হয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, ঢাকা ক্লাব, তোপখানা রোড, দৈনিক বাংলা অফিস হয়ে বঙ্গভবন পর্যন্ত জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের চারি পার্শ্বের রাস্তাসমূহ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখের রাস্তায় লিখিত ব্যানার প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
	(খ) আলোক সজ্জাঃ ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) দিবাগত রাত্রিতে সরকারি ভবন সমুহে ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে আলোক সজ্জাকরণ।	(খ) ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর দিন দিবাগত রাত্রিতে নির্দিষ্ট সরকারি ভবন সমূহে (বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুধুমাত্র দক্ষিণাংশ, বায়তুল মোকাররম মসজিদ) অন্যান্য বছরের ন্যায় আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হবে। এ কাজের খরচ বাবদ গণপূর্ত অধিদপ্তর-কে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান।	(খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ গণপূর্ত অধিদপ্তর/ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৪.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পক্ষকাল ব্যাপী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনীর উপর আলোচনা সভা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইসলামিক মিশনসমূহে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিলসহ বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পক্ষকাল ব্যাপী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবনীর উপর আলোচনা সভা ও বই মেলার আয়োজন করা হবে। ঢাকা মহানগরীর ৫০টি বিদ্যালয়ে ইসলামী মূল্যবোধের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। তাছাড়া প্রতিটি জেলার ২টি খ্যাতনামা বিদ্যালয়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ইসলামী মূল্যবোধের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইসলামিক মিশন সমূহে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী মাহফিলসহ বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ।	মহাপরিচালক/উপ-পরিচালক (সকল জেলা), ইসলামিক ফাউন্ডেশন। জেলা প্রশাসক (সকল জেলা)।

চলমান পাতা-২

নং	কর্মসূচী	আলোচনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.	পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সচিবালয় মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের জন্য তারিখ নির্ধারণ এবং এর আয়োজন।	পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুননবীর দিন সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এজন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় মসজিদে মিলাদ ও ওয়াজ মাহফিল আয়োজনের নিমিত্ত সভার তারিখ নির্ধারন করা। এ উপলক্ষে গত বছর নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়: প্রস্তুতি কমিটি নিম্নরূপঃ ১। অতিরিক্ত-সচিব(প্রঃ) , জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - আহবায়ক ২। যুগ্ম-সচিব (প্রঃ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য ৩। মহাপরিচালক, কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড - সদস্য ৪। ওয়াকফ প্রশাসক,ঢাকা এর প্রতিনিধি - সদস্য ৫। উপ-সচিব(নিরাপত্তা) স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয় - সদস্য ৬। উপ-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য ৭। পরিচালক, দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন - সদস্য ৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-১ - সদস্য ৯। পেশ ইমাম, সচিবালয়, মসজিদ - সদস্য ১০। বাংলাদেশ টেলিভিশন এর একজন প্রতিনিধি - সদস্য ১১। উপসচিব(সমন্বয় ও সংস্কার),ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য- সচিব সচিবালয় মসজিদের মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় প্যান্ডেল করা। সচিবালয় মসজিদে মিলাদ মাহফিলের যাবতীয় ব্যয়ভার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বহন করা হয়। বর্ণিত প্রস্তুতি কমিটি সচিবালয় মসজিদে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেঃ ১. ব্যানার টানানো। ২. পর্যাপ্ত ওজুর পানি সরবরাহ। ৩. মাইকের ব্যবস্থাকরণ। ৪. নিরাপত্তা। ৫. পৃথকভাবে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা করা। ৬. সম্ভাব্য উপস্থিতি অনুসারে সুষ্ঠুভাবে তবারক বিতরণ। ৭. মাহফিল পরিচালনা ৮. বিবিধ বিঃদ্রঃ সচিবালয় মসজিদের ইমাম সাহেব মিলাদ পরিচালনা করবেন এবং সিনিয়র পেশ ইমাম, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ মোনাজাত পরিচালনা করবেন।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত-সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে গঠিত প্রস্তুতি কমিটি/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ঢাকা ওয়াসা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
৬.	মাননীয় মন্ত্রী/ উপদেষ্টাবর্গ, প্রতিমন্ত্রীবর্গ, সকল সচিব এবং সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত থাকার জন্য দাওয়াত	বিগত বছরের ন্যায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী/ উপদেষ্টাবর্গ/প্রতিমন্ত্রীবর্গ ও সকল সচিবকে এবং সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত থাকার জন্য দাওয়াত প্রদান।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৭.	বিভাগ/জেলা/উপজেলা/ সিটি করপোরেশন/ পৌরসভা/ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/ বেসরকারি সংস্থা সমূহে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের কর্মসূচী	বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সিটি কর্পোরেশন , পৌরসভা, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে ঈদ-ই- মিলাদুন্নবী উদযাপনের জাতীয় কর্মসূচীর আলোকে অনুরুপ কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং কর্মসূচিতে সেমিনার, আলোচনা সভা, ওয়াজ মাহফিল অর্ন্তভূক্ত থাকবে। এছাড়া দেশের অন্যান্য মসজিদে অনুরূপ কর্মসূচী পালন করা।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। ২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ। ৪. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ। ৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ৬. বেসরকারি সংস্থার প্রধান।
৮.	শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান।	শিশু একাডেমী শিশুদের জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এবারও হামদ-নাত, আলোচনা সভা, রচনা- প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এজন্য গত বছর খরচ বাবদ শিশু একাডেমীর অনুকূলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।	১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ৩. শিশু একাডেমী, ঢাকা।

চলমান পাতা-৩

নং	কর্মসূচী	আলোচনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৯.	বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে মিলাদ মাহফিলসহ বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ।	বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসনসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনী ও কর্মের উপর আলোচনা, বিশেষ করে ইসলামের শান্তি, প্রগতি, সৌহার্দ, সহিষ্ণুতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার, নারীর মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা সভা ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৩. সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। ৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ৬.ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ৭.বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন।
১০.	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক যথাযথ গুরুত্বসহকারে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার ও সংবাদপত্র সমূহে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা (ক্রোড়পত্র) প্রকাশ।	বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, অন্যান্য ইলেকট্রোনিক মিডিয়া ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে গুরুত্বসহকারে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংবাদপত্রসমূহে ঈদ-ই-মিলাদুনবী (সা) উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা করা। এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে।	১. তথ্য মন্ত্রণালয়/তথ্য অধিদপ্তর/ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ২. বাংলাদেশ টেলিভিশন ৩. বাংলাদেশ বেতার ৪. প্রিন্ট ও ইক্ট্রেনিক মিডিয়াসহ সকল প্রচার মাধ্যম।
১১.	দেশের সকল হাসপাতাল/কারাগার/ সরকারি শিশু পরিবার/ বৃদ্ধ নিবাস/ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন	দেশের সকল সামরিক ও বেসামরিক হাসপাতাল, কারাগার, শিশু সদন ও বৃদ্ধ নিবাস কেন্দ্রে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/অফিস সমূহ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। ৪. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
১২.	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহে যথাযথ ভাবে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) পালন।	বিদেশে অবস্থিত বালাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমুহ যথাযথ মর্যাদা সহকারে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১৩.	সিটি করপোরেশন/ পৌরসভা কর্তৃক নগর ও মহানগরের রাস্তা- ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।	দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/শহরের রাস্তা-ঘাট পরিস্কার পরিচছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা।	১.স্থানীয় সরকার বিভাগ। ২.সকল সিটি করপোরেশন। ৩.সকল জেলা প্রশাসন। ৪.সকল পৌরসভা। ৫.তথ্য মন্ত্রণালয়। ৬.বাংলাদেশ বেতার। ৭.বাংলাদেশ টেলিভিশন।
১৪.	ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) মিলাদের জন্য নির্ধারিত তারিখের পূর্বদিনে সচিবালয় মসজিদ সংলগ্ন সুবিধাজনক কোন কক্ষে একটি ডিজিটাল টেলিফোন সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বিটিসিএল মিলাদ মাহফিলের পূর্বে সচিবালয় মসজিদ সংলগ্ন সুবিধাজনক কোন কক্ষে একটি ডিজিটাল টেলিফোন সংযোগের ব্যবস্থা করা।	১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল, রমনা, ঢাকা। ২. উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ফোন্স (বাংলাদেশ সচিবালয়)।
১৫.	ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে সারাদেশে আইন শৃংখলা রক্ষার্থে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।	ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে সারাদেশে আইন শৃংখলা রক্ষার্থে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ও আইন শৃংখলা রক্ষার্থে ঐ দিন, পূর্বের দিন এবং পরের দিন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠান (যেমন- যাত্রা, জারিগান, আতশবাজি ইত্যাদি) বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ৩. বাংলাদেশ পুলিশ।